বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সিটিজেন চার্টারে সংযোজিত নাগরিক সেবা প্রদান বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ২৩ জুন ২০২১ বুধবার বিকল ৩ টায় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান। বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণির মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন (পরিশিষ্ট ক)।

দুইজন শিক্ষার্থী অনলাইনে অংশগ্রহণ করে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতি আমন্ত্রিত অতিথিদের মতবিনিময় সভায় স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যর নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষন, গবেষণা ও প্রদর্শনের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯১৩ সালে ঢাকা যাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিষ্ঠানটি নাগরিক সেবা প্রদানে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৩ সালে ঢাকা জাদুঘরকে আত্মীকরণ করে প্রতিষ্ঠা করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর। জাতীয় জাদুঘর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তেমনি জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠানটির দায়বদ্ধতাও বেড়েছে বহুগুণ। জাদুঘর সিটিজেন চার্টারের সংযোজিত নাগরিক সেবা সমূহ নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বিষয়
	নাগরিক সেবা
১.	জাদুঘর পরিদর্শন
২.	গাইড ও তথ্য সেবা প্রদান
৩.	হুইলচেয়ার সেবা প্রদান
৪.	মাতৃদুগ্ধ পান কর্ণার স্থান
৫.	শুভেচ্ছা স্মারক বিপণন সেবা
৬.	প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান
৭.	নির্দশনের তথ্য ও আলোকচিত্র প্রদান
৮.	গ্রান্থাগার সেবা প্রদান
৯.	মোবাইল চার্যের সেবা প্রদান
১০.	ইন্টারনেট ব্যবহার সেবা প্রদান
১১.	পত্রিকা ও বই পড়া সেবা প্রদান
১২.	বিশুদ্ধ খাবারপানির ব্যবস্থা
১৩.	ওয়েবসাইটে তথ্য সেবা প্রদান
১৪.	ভার্চুয়াল গ্যালারি পরিদর্শন
১৫.	ই টিকেট ব্যবস্থা
১৬.	লাগেজ কাউন্টার সেবা প্রদান
১৭.	বর্ষাকালীন ছাতা সেবা প্রদান
	প্রাতিষ্ঠানিক সেবা
১৮.	মিলনায়তন বরাদ্দ
১৯.	তথ্য প্রদান
২০.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার জাদুঘর পরিদর্শন

সভাপতি বলেন, আপনাদের সুনিদিষ্ট মতামত আগামী দিনগুলিতে নাগরিক সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে এবং জাদুঘর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেটি দূর করবে। এরপর সভাপতি

সেবা গ্রহীতাদের মতামত দেয়ার অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুরোধের পর আমন্ত্রিত নিম্নবর্ণিত অতিথিবৃন্দ তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

ক্রমিক নং	সেবাগ্রহীতার নাম/ ঠিকানা	মতামত	সভাপতির বক্তব্য
১	জনাব এম মামুন হোসেন প্রতিনিধি, সময়ের আলো	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণ বিশেষ করে শিক্ষার্থীবৃন্দ অধিকাংশ জানেনা জাদুঘর কী? এজন্য তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা সরকারি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তবে জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল সেটা পুনরায় চালু করার প্রচেষ্টা চলছে।
২	ড. নূরূল কবির অধ্যাপক জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে চল্লিশ হাজার বই রয়েছে। এর মধ্যে এমন বইও রয়েছে যা এশিয়ার আর কোন লাইব্রেরিতে নেই। তাই বইগুলি ডিজিটাল করার অনুরোধ করেন। একই সাথে গ্রন্থাগারটি গবেষকদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করার অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, গ্রন্থাগারের বই ডিজিটাল করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ২৬টি বই ডিজিটাল করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল বই ডিজিটাল করা হবে। তিনি আরো বলেন গবেষকদের লাইব্রেরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সকল গবেষক লাইব্রেরি ব্যবহার করতে পারেন। তবে এজন্য ব্যবহারকারীদের আবেদন করতে হয়।
৩	জনাব মনি হায়দার প্রতিনিধি বাংলা একাডেমি	বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে আলোচনা সভা আয়োজনের অনুরোধ করেন। একই সাথে বৃহস্পাতবার জাদুঘর বন্ধ থাকে এই বিষয়টি বড় করে সাইনবোর্ড টাঙ্গানোর অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, বরেণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে জাদুঘর নিয়মিত আলোচনা সভা আয়োজন করে। দেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং আলোচনা করেন। বৃহস্পতিবার জাদুঘর বন্ধের বিজ্ঞপ্তি সাইনবোর্ড ও ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। প্রয়োজনে বড় করে লেখা দেয়া হবে বলে সভাপতি জানান।
৪	জনাব মাহফুজ রিপন প্রতিনিধি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র	জাদুঘরের নিদর্শনের ভিডিও ধারণ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রদর্শনের অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, নিদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন আনন্দময় এবং স্মৃতিতে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি। জাদুঘরকে পরিপূর্ণভাবে জানতে জনগণকে জাদুঘরে আসতে হবে। তিনি আরো বলেন, জাদুঘর ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বাসে ডকুমেন্টরী ফিল্ম প্রদর্শন করা যায় কিনা সেটি ভেবে দেখা যেতে পারে।

৫	জনাব মামুন খান প্রতিনিধি, বাংলা ভিশন	ঐতিহ্যবাহী লোকজ শিল্পীদের জীবন ও কাজের ওপর ডকুমেন্টরী তৈরি করার অনুরোধ করেন। একই সাথে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য রাজধানীতে লোকজ শিল্পকর্ম তৈরির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ করেন।	সভাপতি বলেন, জাদুঘর লোকজ ঐতিহ্য নিয়মিত সংগ্রহ করে। এর মধ্যে নকশিকাথা, পাটি এবং রিকসা পেইন্টিং রয়েছে। শিল্পীদের এনে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া যায় কিনা সেটি দেখা হবে।

আর কোন আলোচক না থাকায় আগামী দিনগুলিতে জাদুঘরের কর্মকান্ডে সকলের সানুগ্রহ অংশগ্রহণ কামনা করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ সমাপ্ত করেন।

২৩/৬/২০২১

খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

স্মারক নম্বর: ৪৩.২২.০০০০.০১২.০২.০২১.১৭. ৪০০৩/৩০) তারিখ: ২৩/০৬/২০২১

অনুলিপি: সদয় অবগতির জন্য

৪) --বিভাগ/শাখা প্রদান, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
৬) সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।

ড. শিহাব শাহরিয়ার ২৩/০৬/২০২১
কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর